আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　জয় বঙ্গবন্ধু

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

মোঃ আব্দুল জলিল
সাধারণ সম্পাদক

২৬ ডিসেম্বর ২০০২-এ অনুষ্ঠিত ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল কর্তৃক সংশোধিত ও অনুমোদিত

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক **আসাদুজ্জামান নূর**
ও উপ-প্রচার সম্পাদক **অসীম কুমার উকিল** কর্তৃক
২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত

গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী

নাম

১। এই প্রতিষ্ঠানের নাম হইবে "বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ"।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২। প্রস্তাবনা

ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহত করা এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা সমুন্নত রাখা।

খ) প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগন। জনগণের সাংবাধিনিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা।

গ) রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ।

ঘ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।

মূলনীতি

বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা তথা সকল ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং সমাজতন্ত্র তথা শোষণমুক্ত সমাজ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হইবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মূলনীতি।

অঙ্গীকার

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচির মৌলিক লক্ষ্য ও অঙ্গীকার হইবে :

১। স্বাধীনতার আদর্শ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ স্বীকৃতি।

২। মানবসত্তার মর্যাদা ও মানবিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি।

৩। বাংলাদেশের জনগণের ঐক্য ও সংহতি বিধান।

৪। সংসদীয় গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান। জনগণের পছন্দমতো ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

৫। একটি গণমুখী, স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক দক্ষ জনপ্রশাসন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা ও সুশাসন নিশ্চিত করা।

৬। তৃণমূল পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার সকল স্তরে জনগণের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শক্তিশালী স্থায়ী সরকার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।

৭। নর-নারী, ধর্ম-বর্ণ, সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান ও এবং উন্নত জীবন বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান।

৮। ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ সাধন।

৯। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও বিচার বিভাগের পৃথককরণ ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন।

১০। নারী নির্যাতন বন্ধ, নারীর অীধকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সুনিশ্চিত করিয়ার নারীর ক্ষমতায়ন।

১১। শিশুর অধিকার সংরক্ষণ, তাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সুযোগের নিশ্চয়তা বিধান এবং যুবসমাজের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা।

১২। সংবাদপত্রসহ সকাল গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা।

১৩। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানসহ মানুষের জীবন ধারণের মৌলিক সমস্যার সমাধান এবং কর্মের অধিকার ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন শ্চিত করা।

১৪। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার অবসান, দারিদ্র বিমোচন, অধিকতর কর্মসংস্থান, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, একপাক্ষিক বৈদেশিক নির্ভরশীলতা কাটানো এবং ব্যক্তিখাতে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা। একটি শিল্পসমৃদ্ধ শক্তিশালী জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করা।

১৫। সর্বাঙ্গীণ গ্রামীণ-উন্নয়ন, ভূমি ও কৃষিব্যবস্থার আমূল সংস্কার, কৃষিতে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা, আধুনিকায়ন, কৃষিতে টেকসই প্রযুক্তির ব্যবস্থা এবং সমবায় ব্যবস্থা বহুমুখীকরণ ও ফলপ্রসূ করা।

১৬। খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতার ধারা অব্যাহত রাখিয়া জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা তথা ভাতের অধিকার নিশ্চিত করা। কৃষিপণ্যের লাভজনক দামের নিশ্চয়তা বিধান।

১৭। জাতীয় স্বার্থে প্রকৃতিক সম্পদের মুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করা, দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা, বিদ্যুতায়ন, যোগাযোগ ও আইন খাতসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

১৮। মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান। সমাজের প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সর্বজনীন, সুলভ ও প্রগতিশীল শিক্ষানীতি এবং ব্যবস্থা প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারকে উৎসাহিতকরণ।

১৯। বাঙালি জাতির সভ্যতা, কৃষ্টি, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য ও অপ-সংস্কৃতি প্রতিরোধ করা। দেশের আদিবাসী ও উপজাতীয় জনগণের জীবনধারা, ভাষা-সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশের সুযোগ নিশ্চিত করা।

২০। শ্রমজীবী, সমাজের দুর্বল, অনগ্রসর, শোষিত-বঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মানবেতর জীবন হইতে উত্তরণে সার্বিক সহায়তা প্রদান। পঙ্গু, অসহায় বিধবা, দরিদ্র বয়স্ক, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাসহ সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গয়িা তোলা।

২১। পানিসম্পদের প্রাপ্যতা, সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ। পরিবেশ সংরক্ষণ, বন সৃজন ও সামাজিক বনায়ন সম্প্রসারণ উৎসাহিত করা, প্রাণী-বৈচিত্র রক্ষা এবং গ্রিন হাউজ অ্যাফেক্ট রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২২। অপরিকল্পিত নগরায়ণ রোধ, শহরাঞ্চলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং গ্রাম ও শহরের বৈষম্য দূর করা। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত পরিকল্পিত গ্রামীণ জনপদ গড়িয়া তোলা।

২৩। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার লক্ষ্যে আধুনিক, যুগোপযোগী ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।

২৪। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি হইবে 'সকলের সহিত বন্ধুত্ব, কাহারও প্রতি বৈরিতা নয়'। বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সহযোগিতা করা এবং সন্ত্রাসবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জাতি ও জনগণের ন্যায়সঙ্গত মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করা। উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণিত প্রস্তাবনা, মূলনীতি ও অঙ্গীকার অনুসরণ এবং বাস্তবায়নে জাতীয় ঐক্য, উদ্দীপনা ও নবজাগরণ সৃষ্টিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সদা সচেষ্ট থাকিবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আরাধ্য এক উন্নত, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অবিচল নিষ্ঠা, সততা, শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তার সহিত সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিবে।

পতাকা

৩। বাংলাদেশ আ ওয়ামী লীগের পতাকা হইবে ডানের দুই-তৃতীয়াংশ সবুজ এবং বামের এক-তৃতীয়াংশ লাল। পতাকার সবুজ অংশের উপরিভাগের দক্ষিণ কোণে সমদূরত্বসম্পন্ন চারটি লাল বর্ণের তারকা খচিত থাকিবে। পতাকার আকারের অনুপাত ৫ : ৩।

গঠন প্রণালী

৪। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর সাংগঠনিক স্তর বিন্যাস হইবে নিম্নরূপঃ

(ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল।

(খ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় কমিটি।

(গ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ :

১। সভাপতি ২। সভাপতিমণ্ডলী ৩। সাধারণ সম্পাদক ৪। সম্পাদকমণ্ডলী ৫। কোষাধ্যক্ষ এবং ৬। ২৬ জন সদস্য।

(ঘ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উপদেষ্টা পরিষদ।

(ঙ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় (পার্লামেন্টারী) পার্টি।

(চ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক অনুমোদিত জেলা আওয়ামী লীগসমূহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগ এবং উহাদের অন্তর্ভুক্ত শাখা আওয়ামী লীগসমূহ।

সদস্যপদ

৫। (১) এই গঠনতন্ত্রের ২ ধারায় বর্ণিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্বাস করিয়া নির্ধারিত ফরমে প্রদত্ত ঘোষণাপত্রে দস্তখতপূর্বক ত্রি-বার্ষিক ৫.০০ (পাঁচ) চাঁদা প্রদান করি ১৮ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়স্ক বাংলাদেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক, যাহারা -

ক) বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, অখণ্ডত্ব, জাতীয় সংহতি, রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও জননিরাপত্তা-বিরোধী এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান নহেন,

খ) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগকারী বা নাগরিকত্ব বাতিলকৃত ব্যক্তি নহেন,

গ) অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নহেন,

ঘ) কোন প্রকার ধর্ম, পেশা এবং জন্মগত শ্রেণী বৈষম্যে বিশ্বাস করেন না,

ঙ) আওয়ামী লীগের নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী কোন সংগঠনের সদস্য নহেন,

চ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ কর্তৃক নির্দেশিত ন্যূনতম প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণে ও যে-কোন নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন। এবং

ছ) ত্রি-বার্ষিক চাঁদা নিয়মিত পরিশোধ করিবেন- তাহারা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সদস্য হইতে পারিবেন।

(২) সংগঠনে দুই প্রকারের সদস্য পদ থাকিবে: যথা, প্রাথমিক (অস্থায়ী সদস্য) ও পূর্ণাঙ্গ সদস্য। দলের সদস্যপদ প্রার্থীকে দলের প্রাথমিক বা শাখা কমিটির নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং ত্রি-বার্ষিক চাঁদা বাবদ ৫.০০ (পাঁচ টাকা) দরখাস্তের সহিত প্রদান করিতে হইবে। প্রাথমিক বা শাখা কমিটির সদস্যদের সাধারণ সভায় প্রার্থীর সদস্যপদ অনুমোদিত হইলে তিনি অনুমোদনের তারিখ হইতে এক বৎসর পর্যন্ত প্রাথমিক সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন। প্রাথমিক সদস্যের মেয়াদ পূর্ণ হইলে সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রাথমিক সদস্যকে পূর্ণাঙ্গ সদস্য পদ প্রদানের জন্য দলীয় জেলা কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবেন। জেলা কার্যনির্বাহী সংসদ দলের পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ প্রদান করিতে পারিবেন। সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকিলে মেয়াদান্তে আপনাআপনি পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ কবিন। পূর্ণাঙ্গ সদস্য না হইলে কেহ সংগঠনের কোনো স্তরে কোনো কর্মকর্তা নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

৩) সদস্যপদের মেয়াদ

বাংলা বৎসরের পহেলা বৈশাখ হইতে পরবর্তী তৃতীয় বৎসরের চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সদস্য পদ বলবৎ থাকিবে। এই উপধারায় উলে-খিত মেয়াদান্তে ৫(১) ধারায় নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করিয়া নির্ধারিত ফরমে দস্তখত করিয়া সদস্যপদ পুনরুজ্জীবিত করা যাইবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল

৬। নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল গঠিত হইবে:

ক) প্রতি তিন বৎসর অন্তর জেলা আওয়ামী লীগ সমূহ ও বিভিন্ন মহানগর আওয়ামী লীগ দ্বারা নির্বাচিত নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলার সমবায়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল গঠিত হইবে। জেলা আওয়ামী লীগসমূহ এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে আহূত ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী সভার নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তাহাদের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল সভায় নিজস্ব কর্মকর্তা ও তাহাদের স্ব-স্ব জেলা হইতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নির্বাচন করিয়া তাঁহাদের পূর্ণ ঠিকানাসহ নামের তালিকা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে অবশ্যই প্রেরণ করিবেন।

খ) প্রত্যেক মহানগর ও জেলার প্রতি ২৫ (পঁচিশ) হাজার জনসংখ্যার জন্য একজন করিয়া বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলার নির্বাচিত হইবেন। ভগ্নাংশের বেলায় যথাক্রমে ১২ হাজারের অধিক জনসংখ্যার জন্য একজন কাউন্সিলার নির্বাচিত হইবেন।

গ) কোনো জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ কোনো কারণবশত যদি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলার ও তাহাদের নিজস্ব কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী অনুসারে নির্বাচন করিতে না পারে, তাহা হইলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ উক্ত জেলা ও মহানগরের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলার মনোনয়ন দান করিতে পারিবে।

ঘ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের কর্মকর্তাসহ সদস্যবৃন্দ পদাধিকার বলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলার হইবেন।

ঙ) ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল, বার্ষিক কাউন্সিল বা বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন আহূত হইবার পর সহযোগী সংগঠনের নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলার হিসাবে মনোনীত হইবেন।

চ) উপরিউক্ত নির্বাচিত বা মনোনীত কাউন্সিলারগণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা নির্বাচনের আদ্দেশ্যে আহূত ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী সভার প্রথম অধিবেশনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে-কোনো শাখায় প্রাথমিক সদস্যভূক্ত ১০০ জন সদস্যকে কো-অপ্ট করিয়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সদস্যভুক্ত করিয়া লইবেন।

৭। ৬(গ) ধারায় উল্লিখিত মনোনীতি কাউন্সিলারগণ নির্বাচিত কাউন্সিলারদের মতোই সমঅধিকার ভোগ করিবেন। কিন্তু মনোনয়নের পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে ঐসব জেলা বা মহানগর আওয়ামী লীগের নির্বাচনের ব্যবস্থা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে করিতে হইবে। উক্ত জেলা ও মহানগর নিজস্ব কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলার নির্বাচন করার পর নির্বাচিত কাউন্সিলারগণ উক্ত জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর আপনাআপনি মনোনীত কাউন্সিলারদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন। মনোনয়ন দান হইতে নতুন নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তীদের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ উক্ত জেলা ও মহানগরীর পূর্ববর্তী কমিটিকে তা তদস্থলে এডহক কমিটি গঠন করিয়া উহাকে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড চালাইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবে।

৮। মনোয়ন, কো-অপশন বা কোনো শাখা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ত্রুটি-বিচ্যুতির অজুহাতে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অন্যায়রূপে গঠিত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা চলিবে না এবং কাউন্সিলের কোনো কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত ঐ কারণে রদ, বাতিল, বে-আইনি বা গঠনতন্ত্র-বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

৯। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচিত, কো-অপশনকৃত বা মনোনীত কাউন্সিলারগণকে সভায় যোগদান করিবার পূর্বে ত্রি-বার্ষিক জনপ্রতি ২০/- টাকা (বিশ টাকা) চাঁদা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করিতে হইবে।

১০। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কোনো কাউন্সিলার যদি তাঁহার নির্বাচনের প্রথম চার মাসের মধ্যে ত্রি-বার্ষিক ২০/- টাকা (বিশ টাকা) চাঁদা পরিশোধ না করেন, তবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ তাঁহার কাউন্সিল পদ খারিজ করিয়া তদস্থলে নূতন কাউন্সিলার মনোনীত করিতে পারিবে। তবে, সদস্যপদ খারিজ করার পূর্বে উক্ত সদস্যকে ৭ দিনের মধ্যে দেয়-চাঁদা পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দিয়া পোস্টাল রেজিস্ট্রেশনযোগে নোটিশ দিতে হইবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা

১১। সভাপতির নির্দেশ বা অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক যে-কোনো সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সভা আহবান করিতে পারিবেন। ত্রিবার্ষিক নির্বাচনী অধিবেশন ব্যতীত বৎসরে অন্তত একবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল সভা আহবান করিতে হইবে। অতদ্ব্যতীত ন্যূনপক্ষে শতকরা ২০ জন বা ৫ ভাগের একভাগ কাউন্সিলারের স্বাক্ষর ও আলোচ্য বিষয়-সংবলিত রিকুইজিশনপত্র সাধারণ সম্পাদক বা সভাপতির নির্দেশে কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য থাকিবেন। এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত হইলে কাউন্সিল সভার কোরাম হইবে। কিন্তু মূলতবি সভার জন্য কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

১২। (ক) উপরিক্ত যে কোনো কাউন্সিল সভায় সভাপতি এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভাপতিমণ্ডলীর যে কোনো সদস্য বা তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে সদস্যদের যে কেহ নির্বাচিত হইয়া সভাপতিত্ব করিবেন।

(খ) রিকুইজিশনপত্র পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে যদি সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক সভা আহবান না করেন, তবে রিকুইজিশনকারী সদস্যগণ ৩০ দিন পরে নিজেরাই ২১ দিনের নোটিশ দিয়া সভা আহবান করিতে পারিবেন।

১৩। কার্যনির্বাহী সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে বিশেষ বা বার্ষিক বা ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

১৪। কাউন্সিলের বিশেষ বা বার্ষিক বা ত্রি-বার্ষিক অধিবেশনে সকল জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আমন্ত্রণক্রমে তাহাদের স্ব-স্ব জেলা ও মহানগর হইতে নির্বাচিত কাউন্সিলারের সমসংখ্যক ডেলিগেট পাঠাইতে পারিবে।

১৫। কাউন্সিলের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী সভা, বার্ষিক সভা বা বিশেষ সভার জন্য সাধারণত ১৫ দিনের ও জরুরী সভার জন্য ৭ দিনের নোটিশ দিতে হইবে। নোটিশে আলোচ্য বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে। সংবাদপত্র মারফত ও অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের কার্যাবলী ও ক্ষমতা

১৬। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পন্ন ও ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবে :

ক) আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ,

খ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য সাধন করার প্রয়োজনে যে কোনো নীতি বা পন্থা ও প্রস্তাব গ্রহণ,

গ) গঠনতন্ত্রের ২০ ধারায় উল্লিখিত কর্মকর্তা নির্বাচন,

ঘ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটি সংসদীয় (পার্লামেন্টারি) বোর্ড গঠন,

ঙ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল বিনাশর্তে বা শর্তাধীনে গঠনতন্ত্র ও ঘোষণা পত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যে-কোনো ক্ষমতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটি

১৭। (ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটি জাতীয় কমিটি থাকিবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রত্যেক সাংগঠনিক জেলা হইতে একজন করিয়া সদস্য স্ব-স্ব জেলা ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল কর্তৃক জাতীয় কমিটিতে

নির্বাচিত হইবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা, কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ২১ জন সদস্য এবং উপরিউক্তভাবে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যবৃন্দকে লইয়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় কমিটি গঠিত হইবে। জাতীয় কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা হইবে ৭৩ + ৬৬ + ৬ + ২১ = ১৬৬ জন। জাতীয় কমিটি নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করিবে:

(খ) জাতীয় কমিটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ ও কাউন্সিলের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করিবে।

(গ) যে কোনো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলকে সহায়তা করিবে।

(ঘ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলী পর্যালোচনা করিতে পারিবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী বা বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ কার্যকর করিবে।

(ঙ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হিসাব নিকাশ গ্রহণ ও অনুমোদন করিবে।

(চ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে-কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ কর্তৃক গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপিল বিবেচনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(ছ) সংসদীয় পার্টি পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবে।

(জ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও অন্যান্য কর্মকর্তা পদাধিকার বলে জাতীয় কমিটির কর্মকর্তা-রূপে কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(ঝ) প্রতি ছয় মাসে জাতীয় কমিটির সভা অবশ্যই আহবান করিতে হইবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ

১৮। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যগণ, সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ, কোষাধ্যক্ষ এবং সভাপতিমণ্ডলীর সহিত আলোচনাক্রমে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ২৬ জন সদস্যসহ মোট ৭৩ জন সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ গঠিত হইবে।

১৯। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি গঠনতন্ত্রের ১৮ ধারায় বর্ণিত কার্যনির্বাহী সংসদের ২৬ জন সদস্য সভাপতিমন্ডলীর সহিত আলোচনাক্রমে মনোনয়ন দান করিবেন এবং উক্ত মনোনয়ন কাউন্সিল অধিবেশন সম্পন্ন হওয়ার ২১ দিনের মধ্যে ঘোষণা করিতে হইবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাগণ

২০। (১) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের কর্মকর্তাবৃন্দ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা নামে অভিহিত হইবেন।

(২) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিম্নলিখিত কর্মকর্তা থাকিবেন:
* সভাপতি * সভাপতিমণ্ডলী : (ক) সভাপতি, (খ) সভাপতিমণ্ডলীর ১৩ জন সদস্য ও (গ) সাধারণ সম্পাদক (পদাধিকার বলে) সহ সভাপতিমণ্ডলী মোট ১৫ সদস্যবিশিষ্ট হইবে।

* সম্পাদকমণ্ডলী:

(ক) সাধারণ সম্পাদক

(খ) ৩ জন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক

(গ) ৭ জন সম্পাদক, সংগঠন বিভাগ (সাংগঠনিক সম্পাদক)

(ঘ) সম্পাদক, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ (পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক)

(ঙ) সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক (আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক)

(চ) সম্পাদক, আইন বিষয়ক (আইন বিষয়ক সম্পাদক)

(ছ) সম্পাদক, কৃষি ও সমবায় বিভাগ (কৃষি বিষয়ক সম্পাদক)

(জ) সম্পাদক, তথ্য ও গবেষণা বিভাগ (তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক)

(ঝ) সম্পাদক, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিভাগ (ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক)
(ঞ) সম্পাদক, দপ্তর বিভাগ (দপ্তর সম্পাদক)
(ট) সম্পাদক, ধর্ম বিষয়ক (ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক)
(ঠ) সম্পাদক, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ (প্রচার সম্পাদক)
(ড) সম্পাদক, বন ও পরিবেশ বিষয়ক (বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক)
(ঢ) সম্পাদক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক)
(ণ) সম্পাদক, মহিলা বিভাগ (মহিলা বিষয়ক সম্পাদক)
(ত) সম্পাদক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক)
(থ) সম্পাদক, যুব ও ক্রীড়া বিভাগ (যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক)
(দ) সম্পাদক, শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক (শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক)
(ধ) সম্পাদক, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক (শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক)
(ন) সম্পাদক, শ্রম ও জনশক্তি বিভাগ (শ্রম সম্পাদক)
(প) সম্পাদক, সংস্কৃতি বিষয়ক (সাংস্কৃতিক সম্পাদক)
(ফ) সম্পাদক, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক (স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক)
(ব) উপ-সম্পাদক, দপ্তর বিভাগ (উপ-দপ্তর সম্পাদক)
(ভ) উপ-সম্পাদক, প্রচার ও প্রকাশনা (উপ-প্রচার সম্পাদক)
সম্পাদকমণ্ডলী মোট ৩২ সদস্য বিশিষ্ট)
* কোষাধ্যক্ষ - ১ জন।
* সদস্য - ২৬ জন।

২১। সভাপতি, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ, সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ নিজ নিজ পদে ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল কর্তৃক কাউন্সিলারদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন। উপরিউক্ত কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্যগণের কার্যকাল হইবে তিন বৎসর। তবে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত তাঁহারা স্বপদে বহাল থাকিবেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সভা

২২। সাধারণ সম্পাদক সভাপতির পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের বা সভাপতিমণ্ডলীর সভা আহ্বান করিবেন। সভাপতির নির্দেশক্রমে সাধারণ সম্পাদক উক্ত সংসদের সভা আহ্বান করিতে বাধ্য থাকিবেন। সভাপতির নির্দেশক্রমে সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান না করিলে, সভাপতি নিজেই সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদসের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

২২। (ক) সাধারণত সভাপতির সহিত আলোচনাক্রমে সাধারণ সম্পাদক ৩ দিনের নোটিশে সভাপতিমণ্ডলীর সভা আহবান করিবেন। জরুরি সভা যে কোনো সময় ডাকিতে পারিবেন। সভাপতিমণ্ডলীল সভায় ৮ জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

২৩। কার্যনির্বাহী সংসদের সভার জন্য সাধারণত ৭ দিনের নোটিশ দিতে হইবে, কিন্তু জরুরি সভার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়ের নোটিশের প্রয়োজন হইবে না। আবশ্যক হইলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে নোটিশ দিয়া জরুরি সভা আহ্বান করা চলিবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের কার্যক্রম ও ক্ষমতা

২৪। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পন্ন ও ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন :

(ক) শাখা আওয়ামী লীগসমূহকে অনুমোদন দান, বাতিলকরণ, পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা করা বা প্রয়োজনবোধে যে-কোন শাখা কমিটি বাতিল করিয়া তদস্থলে এডহক কমিটি গঠন করা এবং এডহক কমিটি গঠনের ৬

মাসের মধ্যে উক্ত শাখার নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। অন্যথায় ৬ মাস পরে এডহক কমিটিবাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল, জাতীয় কমিটি, কার্যনির্বাহী সংসদ বা অন্য কোন কমিটি বা সংসদীয় বোর্ডের সদস্যপদ বা আওয়ামী লীগের কোন কর্মকর্তার পদ শূন্য হইলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ উক্ত পদ শূন্য হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে কো-অপশন বা মনোনয়ন দ্বারা উক্ত শূন্যপদ অবশ্যই পূরণ করিবে।

(গ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল বা ইহার সদস্যের প্রতি নির্দেশ, উপদেশ ও নিয়ন্ত্রণাদেশ দেওয়ার ক্ষমতা সভাপতিমণ্ডলীর সহিত আলোচনাক্রমে সভাপতির থাকিবে এবং উপরিউক্ত সদস্যের কেহ উহা অমান্য করিলে অথবা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও সিদ্ধান্ত তথা নীতি ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোনো কাজ করিলে সভাপতিমণ্ডলীর সহিত আলোচনাক্রমে সভাপতি উহা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করিবেন।

(ঘ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় কমিটিতে দাখিল করিবার উদ্দেশ্যে আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা।

(ঙ) ১০,০০০/০০ (দশ হাজার) টাকার অনূর্ধ্ব যে-কোনো ব্যয় অনুমোদন করা।

(চ) সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক কর্মচারী নিয়োগ বা বরখাস্ত অনুমোদন করা।

(ছ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের যে-কোন সদস্য বিনা কারণে বা সন্তোষজনক কারণ ব্যতিরেকে পর পর তিনটি সাধারণ সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার নাম কার্যনির্বাহী সংসদের তালিকা হইতে খারিজ করা হইবে এবং শূন্যপদ নিয়মানুযায়ী পূরণ করা হইবে। তবে সদস্যপদ খারিজ করিবার পূর্বে উক্ত সদস্যকে নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে সন্তোষজনক কারণ দর্শাইবার জন্য পোস্টাল রেজিস্ট্রেশনযোগে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে

(জ) ১৩ ধারা মতে আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের নির্বাচনী বা বার্ষিক বা বিশেষ অধিবেশন আহ্বান এবং ইহার তারিখ, স্থান ও আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা।

(ঝ) আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ করিবার তারিখ নির্ধারণ করা, বিভিন্ন শাখার নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা এবং বাংলাদেশ আদমশুমারী অনুসারে ৬(খ) ধারায় উল্লিখিত জনসংখ্যার ভিত্তিতে কোনো জেলা বা মহানগর হইতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের জন্য কত জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন উহা হিসাব করিয়া জেলা, পৌর, মহানগর আওয়ামী লীগের নির্বাচনের পূর্বে উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা।

(ঞ) আবশ্যকবোধে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদকের কার্যক্রম নির্ধারণ করা।

(ট) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে নিম্নস্থ যে-কোনো শাখা কর্তৃক গৃহীত শাস্তি মূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপিল বিবেচনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্মকর্তাদের কার্যাবলী ও ক্ষমতা

২৫। **(ক) সভাপতি ঃ**

সভাপতি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে গণ্য হইবেন। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল, জাতীয় কমিটির সকল অধিবেশন, কার্যনির্বাহী সংসদ ও সভাপতিমণ্ডলীর সভায় প্রতিনিধিত্ব করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে সংগঠনের গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা ব্যাখ্যা করিয়া রুলিং দিতে পারিবেন।

- তিনি ১৯ ধারা মতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্যদের মনোনয়ন ঘোষণা করিবেন।
- সভাপতিমণ্ডলীর সহিত আলোচনাক্রমে তিনি বিষয় নির্ধারণী কমিটির সদস্যদের মনোনয়ন দান করিবেন।
- সভাপতি তাঁহার অনুপস্থিতিকালের জন্য সভাপতিমণ্ডলীর যে-কোনো সদস্যকে সভাপতির কার্য সম্পাদনের জন্য দায়িত্ব প্রদান করিবেন।
- সভাপতির পরামর্শ ও নির্দেশক্রমে সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান না করিলে সভাপতি নিজেই ২২ ধারা মতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ বা সভাপতিমণ্ডলীর সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

- তিনি ১৭(ক) ধারা মতে জাতীয় কমিটির ২১ জন সদস্য মনোনীত করিবেন।
- সভাপতি বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে একজন সদস্যের প্রস্তাবক্রমে এবং অন্য একজন সদস্যের
- সমর্থনক্রমে সভাপতিমণ্ডলীর যে-কোনো সদস্য কোনো অধিবেশন বা সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।
- সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যগণ তাঁহাদের কার্যক্রমের জন্য সভাপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।
- সভাপতি ২৬ ধারা মতে ৪১ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ মনোনীত করিবেন। তিনি
- উপদেষ্টা পরিষদের সহিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে পরামর্শ করিবেন।
- সভাপতি বিভাগীয় (সম্পাদকীয় বিভাগ) উপ-কমিটিসমূহ গঠন করিবেন।
- সভাপতি উপ-পরিষদসমূহের কার্যাদি তদারক ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা করিবেন।
- সংগঠনের কোনো কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে সভাপতি এ-সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- করিতে পারিবেন এবং তাহা কার্যনির্বাহী সংসদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিবেন।

(খ) সভাপতিমণ্ডলীর ক্ষমতা

সভাপতিমণ্ডলী গঠনতন্ত্রের ১৯ ধারা অনুসারে কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য মনোনয়নের ব্যাপারে সভাপতিকে পরামর্শ দিবেন এবং প্রয়োজনবোধে সভাপতির মাধ্যমে কার্যনির্বাহী সংসদ বা কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোনো ক্ষমতা গ্রহণ প্রয়োগ করিতে পারিবেন। আওয়ামী লীগের আদর্শ, নীতি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি ও সংগঠন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানসহ সভাপতিমণ্ডলী সংগঠনের সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করিতে ও সিদ্ধান্ত লইতে পরিবেন। সভাপতিমণ্ডলী সম্পাদকমণ্ডলীর সহিত আলোচনাক্রমে রাষ্ট্রের ঐক্য, কল্যাণ, নিরাপত্তার স্বার্থে বিশেষ জরুরি অবস্থায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন। সভাপতিমণ্ডলী কার্যনির্বাহী সংসদ বা কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে জরুরি ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের প্রত্যেকে নির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের প্রত্যেকে নির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব পালন করিবেন। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে যৌথভাবে দায়-দায়িত্ব বণ্টন করিবেন। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ সাধারণত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। কোনো কারণে সদস্যবৃন্দ যদি কোনো বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছাইতে না পারেন, তবে অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) সাধারণ সম্পাদক

তিনি সংগঠনের প্রধান কর্মসচিব হিসাবে গণ্য হইবেন। তিনি সমস্ত বিভাগীয় সম্পাদককে বা তাঁহাদের বিভাগীয় কার্যাবলী সম্পাদন করিবার জন্য উপদেশ ও আদেশ দিতে পারিবেন। প্রতি মাসে অন্তত একবার তিনি সম্পাদকমণ্ডলীর সভা ডাকিবেন এবং উক্ত সভায় বিভাগীয় কার্যাবলীর অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার কার্যনির্বাহী সংসদের ওপর ন্যস্ত থাকিবে। তিনি কার্যনির্বাহী সংসদের অনুমোদনসাপেক্ষে সংগঠনের কর্মচারী নিয়োগ, বরখাস্ত, বেতন বৃদ্ধি বা হ্রাস, ছুটি মঞ্জুর ও শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। সভাপতিমণ্ডলী, কার্যনির্বাহী সংসদ, জাতীয় কমিটি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত যাহাতে বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে কার্যকর হয়, তাহার বিধি-ব্যবস্থা করিবেন। সাধারণ সম্পাদক প্রত্যেকটি কাউন্সিল সভায় প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করিবেন । এতদভিন্ন যে ক্ষমতা কাউন্সিল বা জাতীয় কমিটি তাঁহার উপর ন্যস্ত করিবেন, তাহাও তিনি প্রয়োগ করিবেন। তিনি বিভাগীয় সম্পাদকদের নিজ নিজ বিভাগীয় কার্যাবলী ছাড়াও সংগঠনের যে-কোনো কাজ সম্পাদন করিবার জন্য যে কোনো যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অথবা বিভাগীয় সম্পাদকের উপর দায়িত্ব দিতে পারিবেন এবং তাঁহারা তাহা পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন। সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের সভাপতির সহিত পরামর্শপূর্বক সময়ে সময়ে সাংগঠনিক সম্পাদকদের প্রশাসনিক বিভাগওয়ারি দায়িত্ব বণ্টন করিবেন। সাধারণ সম্পাদক কার্য উপলক্ষে অনুপস্থিত থাকিলে অনুপস্থিতিকালের জন্য তাহার সমস্ত কার্য ও দায়িত্ব পালনের ভার নামের ক্রমানুসারে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকদের

উপর এবং যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকগণ অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহাদের সমস্ত দায়িত্ব ক্রমানুসারে বিভাগীয় সম্পাদকদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(ঘ) বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দ

তাঁহারা নিজ নিজ বিভাগীয় কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় কমিটি, কার্যনির্বাহী সংসদ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত, নির্দেশ ও উপদেশাবলী কার্যকর করিবেন। বিভাগীয় সম্পাদকগণ নিজ নিজ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার জন্য কার্যনির্বাহী সংসদের সভা আহ্বানের প্রয়োজন মনে করিলে সাধারণ সম্পাদককে উক্ত সমস্যা জানাইয়া সভা আহ্বানের অনুরোধ করিতে পারিবেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রত্যেক কাউন্সিল সভায় বিভাগীয় সম্পাদকগণ সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট মারফত তাহাদের স্ব স্ব বিভাগের কার্যাবলীর অগ্রগতি সম্পর্কে কাউন্সিলারগণকে অবহিত করিবেন। প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী সংসদ বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের কাজ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করিয়া দিবেন।

(ঙ) কোষাধ্যক্ষ

সংগঠনের সমস্ত অর্থ তাঁহার নিকট গচ্ছিত থাকিবে। সভাপতির সহিত যৌথ স্বাক্ষরে দলের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করিবেন। তিনি সাধারণ সম্পাদকের নিকট হইতে লিখিত রশিদ পাইয়া অর্থ প্রদান করিবেন।

(চ) বিভাগীয় উপ-পরিষদ গঠন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রত্যেক সম্পাদকীয় বিভাগের কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল ও সমন্বিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি সম্পাদকীয় বিভাগে একটি করিয়া উপ-কমিটি গঠন করিবে। উপরিউক্ত উপ-কমিটি ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন সম্পাদক, অনূর্ধ্ব ৫ জন সহ-সম্পাদক, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সদস্য, সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে। জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের সদস্যবৃন্দ, যাঁহারা বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, তাঁহারা পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত উপ-কমিটির সদস্য হইবেন। সংগঠনের সভাপতি কর্তৃক উপ-কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হইবে এবং তিনি উপ-কমিটিসমূহ গঠন করিয়া দিবেন। সভাপতি সংগঠনের সভাপতিমণ্ডলী, উপদেষ্টা পরিষদ এবং কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্যদের মধ্য হইতে উপ-কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত করিবেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সম্পাদক সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটির সম্পাদক হইবেন। উপ-কমিটিসমূহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যক্রম জোরদার করার কাজ সহায়তা করিবে। প্রত্যেক বিভাগ উহার কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ করিবে এবং সময়ে সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রতিবেদন তৈরি করিবে। প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার উপ-কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভায় স্ব-স্ব উপ-কমিটি তাহাদের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ণ ও করণীয় নির্ধারণ করিবে।

২৫। **(১) সহযোগী সংগঠন**

(ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের নীতি নির্ধারণ করিবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সম্পাদক সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংগঠনের কার্যক্রম তদারক ও সমন্বয় সাধন করিবেন। সহযোগী সংগঠন তাহাদের কার্যক্রমের জন্য আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট সম্পাদকের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(খ) বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ কৃষক লীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, বাংলাদেশ আওয়ামী যুব লীগ, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ, বাংলাদেশ তাঁতী লীগ ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) সহযোগী সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট স্তরের কাউন্সিলার হিসাবে গণ্য হইবেন।

(ঘ) সহযোগী সংগঠনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বা প্রতিনিধি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট স্তরের কমিটির সভায় আমন্ত্রণ সাপেক্ষ যোগ দিতে পারিবেন।

উপদেষ্টা পরিষদ

২৬। (ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৪১ জন হইবে। সভাপতি প্রয়োজনে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন। উপদেষ্টা পরিষদের তিনটি সেল থাকিবে। সেলসমূহ মূলত নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর কাজ করিবে। বিষয়সমূহঃ
(১) রাজনৈতিক, (২) অর্থনৈতিক ও (৩) সামাজিক।

(খ) উপদেষ্টা পরিষদ দলের চিন্তাকোষ বা 'থিংক্ ট্যাংক' হিসাবে কাজ করিবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাখিয়া বিভিন্ন বিষয়ের উপর দলের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ বা দিকনির্দেশনা দিবে। উপদেষ্টা পরিষদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের উপর গবেষণা, মুল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবে এবং সময়ে সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর দলের বক্তব্য, বিবৃতি, মন্তব্য ও প্রকাশনা-সহায়ক তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সরবরাহ করিবে।

(গ) সংগঠনের জেলা, মহানগর, উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন পর্যায়েও কেন্দ্রের অনুরূপ উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে। মহানগরে ২১ জন, জেলায় ২১ জন, উপজেলা/থানায় ১৫ জন ও ইউনিয়নে ১১ জন সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে। জেলা, মহানগর, উপজেলা/থানা ও ইউনিয়ন উপদেষ্টা পরিষদ স্ব-স্ব ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে ঘোষিত হইবে।

(ঘ) সভাপতির পরামর্শে উপদেষ্টা পরিষদের যে-কোনো সদস্য উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহবান করিবেন। সংগঠনের সকল স্তরের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সংগঠনের সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন। তবে তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের যে-কোনো একজনের প্রস্তাব ও অন্য আরেকজনের সমর্থনক্রমে যে-কোনো সদস্য উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় বোর্ড (পার্লামেন্টারি বোর্ড)

সংসদীয় বোর্ড ঃ

২৭। (ক) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদসহ জাতীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচনে সংগঠনের পক্ষ হইতে প্রার্থী মনোনীত করার জন্য একটি সংসদীয় (পার্লামেন্টারি) বোর্ড গঠিত হইবে।

(খ) সংসদীয় বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হইবে ১১ জন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের নেতা- এই তিন জন পদাধিকার বলে উক্ত বোর্ডের সদস্য থাকিবেন। অবশিষ্ট ৮ জন সদস্য আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সদস্যদের মধ্য হইতে কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। বোর্ডের কার্যকাল কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। পদাধিকার বলে যে তিনজন সদস্য থাকিবেন, তাহাদের মধ্যে একই ব্যক্তি একাধিক পদের অধিকারী হইলে বোর্ডের একটি সদস্যপদ্য শূন্য বিবেচিত হইবে। শূন্যপদে কাউন্সিল অতিরিক্ত একজন সদস্য নির্বাচন করিবে। কাউন্সিল-পরবর্তী পর্যায়ে বোর্ডের কোনো সদস্যপদ শূন্য হইলে উক্ত শূন্য পদে পরবর্তী কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ নতুন সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন।

(গ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি পদাধিকার বলে উক্ত বোর্ডের সভাপতি থাকিবেন এবং সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে সংসদীয় বোর্ডের সম্পাদক হইবেন।

(ঘ) সংসদীয় বোর্ড নির্বাচন সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করিবেন। বোর্ড নির্বাচনী কর্মসূচি প্রণয়ন ও নির্বাচন পরিচালনার জন্য যে-কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে। নির্বাচনে যাঁহারা আওয়ামী লীগের মনোনয়ন

প্রার্থী হইবেন, তাঁহারা উক্ত বোর্ডের নিকট মনোনয়ন প্রার্থনা করিয়া যে দরখাস্ত দাখিল করিবেন, তাঁহার অনুরূপ এক কপি দরখাস্ত জেলা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদকের মাধ্যমে, লিখিত রশিদ লইয়া বা পোস্টাল রেজিস্ট্রেশনযোগে পাঠাইবেন।

(ঙ) জেলা ও উপজেলা বা থানা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ উক্ত মনোনয়ন প্রার্থীদের গুণাগুণ ও জনপ্রিয়তা প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া তাহাদের সুপারিশ বা মতামত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় বোর্ড বরাবর প্রেরণ করিবে, যাহা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করিবে। কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল (পার্লামেন্টারি পার্টি)

২৮। (ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে সমস্ত সদস্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবেন, তাঁহারা জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল গঠন করিতে ও উহার নিজস্ব কর্মকর্তা নির্বাচন করিতে বাধ্য থাকিবেন। সংসদীয় দলভুক্ত প্রত্যেক সদস্য আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন। সংসদীয় পার্টির সংখ্যাগুরু সদস্যদের সিদ্ধান্তই দলের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু এই সংসদীয় পার্টি প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রের মূলনীতি বা কোন ধারার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(খ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় পার্টির একজন নেতা ও একজন উপ-নেতা থাকিবেন এবং প্রয়োজনবোধে সংসদীয় দল অন্যান্য কর্মকর্তা পদ সৃষ্টি ও পূরণ করিতে পারিবেন।

(গ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের সদস্যগণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের উপদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথায় তাহাদের বিরুদ্ধে ২৪(গ) ধারা প্রযোজ্য হইবে।

(ঘ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল এই ধারার (খ) উপধারা মতে কর্মকর্তা নির্বাচন করিবার পর কর্মকর্তাগণ এক বৈঠকে মিলিত হইয়া তাঁহাদের নিজ নিজ কার্যাবলী স্থির করিয়া লইবেন। কিন্তু যদি ইহা স্থির করিতে তাহারা অক্ষম হন, তাহা হইলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ উহা চূড়ান্তভাবে স্থির করিয়া দিবেন।

(ঙ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের সদস্যগণ তাহাদের পার্টির তহবিল ১০০.০০ টাকা (একশত টাকা), বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তহবিলে ১০০.০০ টাকা (একশত টাকা) সর্বমোট মোট ২০০.০০ টাকা (দুইশত টাকা) মাসিক চাঁদা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক সম্পর্ক, মর্যাদা ও কাঠামো

২৯। (ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট মহানগরে জেলার মর্যাদাসম্পন্ন ১টি করিয়া মহানগর ও প্রত্যেক জেলায় ১টি করিয়া জেলা আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে।

(খ) প্রত্যেক জেলা আওয়ামী লীগের অধীনে প্রতি উপজেলা/থানায় একটি করিয়া উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে।

(গ) মহানগরী আওয়ামী লীগ অন্তর্গত প্রতিটি থানায় একটি করিয়া থানা আওয়ামী লীগ কমিটি গঠিত হইবে।

(ঘ) মহানগরের ওয়ার্ডসমূহের প্রতিটিতে একটি করিয়া ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে। এ-ক্ষেত্রে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের মর্যাদাসম্পন্ন হইবে।

(ঙ) মহানগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে একাধিক ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে এবং এ-ক্ষেত্রে ইউনিট আওয়ামী লীগ ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের মর্যাদাসম্পন্ন হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মহল্লা আওয়ামী লীগ কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(চ) প্রত্যেক থানা আওয়ামী লীগের অধীনে প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, পৌর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে। পৌর এলাকায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মহল্লা কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(ছ) ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অধীনে প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কমিটি গঠিত হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাম কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(জ) ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ গঠন করার পূর্বে প্রত্যেক গ্রাম হইতে প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রত্যেক ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১৫০ জন প্রাথমিক সদস্য থাকিতে হইবে।

(ঝ) বিভিন্ন জেলায় পুলিশ থানার অন্তর্গত ইউনিয়নসমূহ নিয়ে সাংগঠনিক থানা আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে।

(ঞ) জেলা সদরে অবস্থিত ও 'ক' শ্রেণীর পৌর আওয়ামী লীগসমূহ সাংগঠনিক থানার মর্যাদা এবং অন্যান্য পৌর আওয়ামী লীগসমূহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের মর্যাদাসম্পন্ন হইবে। পৌর আওয়ামী লীগসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে থানা/ইউনিয়ন শাখার ন্যায় কর্মকর্তা নির্বাচন করিবে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও থানা/ইউনিয়ন শাখার নিয়মাবলী অনুসরণ করিবে।

২৯। (১) বিভিন্ন শাখা আওয়ামী লীগের সংগঠনিক কাঠামোসমূহ

(ক) জেলা আওয়ামী লীগ ৩৭ জন কর্মকর্তা ও ৩৪ জন সদস্যসহ মোট ৭১ সদস্য বিশিষ্ট হইবে।

(খ) মহানগর আওয়ামী লীগ ৩৭ জন কর্মকর্তা ও ৩৪ জন সদস্যসহ মোট ৭১ সদস্য বিশিষ্ট হইবে।

(গ) উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ ৩৪ জন কর্মকর্তা ও ৩৩ জন সদস্যসহ মোট ৬৭ সদস্যবিশিষ্ট হইবে।

(ঘ) পৌর আওয়ামী লীগ (জেলা সদর ও 'ক' শ্রেণীর পৌরসভা) ৩৪ জন কর্মকর্তা ও ৩৩ জন সদস্যসহ মোট ৬৭ সদস্যবিশিষ্ট হইবে। * পৌর আওয়ামী লীগ (অন্যান্য পৌরসভা) ৩০ জন কর্মকর্তা ও ৩৫ সদস্যসহ ৬৭ সদস্যবিশিষ্ট হইবে।

(ঙ) ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ৩০ জন কর্মকর্তা ও ৩৫ জন সদস্যসহ মোট ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট হইবে।

(চ) ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ ২৪ জন কর্মকর্তা ও ২৭ জন সদস্যসহ মোট ৫১ সদস্যবিশিষ্ট হইবে। * ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ (মহানগর) ৩০ জন কর্মকর্তা ও ৩৫ জন সদস্যসহ মোট ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট হইবে।

(ছ) ইউনিট আওয়ামী লীগ (মহানগর) ২০ জন কর্মকর্তা ও ১৭ জন সদস্যসহ মোট ৩৭ সদস্যবিশিষ্ট হইবে।

(জ) গ্রাম/মহল্লা আওয়ামী লীগ ২০ জন কর্মকর্তা ও ১১ জন সদস্যসহ মোট ৩১ সদস্যবিশিষ্ট হইবে।

জেলা আওয়ামী লীগ ঃ

৩০। বাংলাদেশের প্রত্যেক সাংগঠনিক জেলায় নিম্নলিখিত রূপে নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল গঠিত হইবে :

(ক) উপজেলা/থানার মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতি দশ হাজারে ১ জন করিয়া কাউন্সিলার উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল কর্তৃক জেলা কাউন্সিলের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

(খ) প্রতি জেলা কাউন্সিল কর্তৃক উহার ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী সভার প্রথম অধিবেশনে প্রতি উপজেলা/থানা হইতে কো-অপশনকৃত ৫ জন সদস্য।

৩০। (১) জেলা আওয়ামী লীগ ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদ নির্বাচন করিবে। ইহা ছাড়া নির্দিষ্ট সংখ্যক কেন্দ্রীয় কাউন্সিলারও নির্বাচন করিবে।

৩০। (২) জেলা কাউন্সিল অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলার তালিকা অবশ্যই উপস্থাপিত এবং অনুমোদিত হইবে হইবে। অন্যথায় ঐ জেলার কোনো কাউন্সিলার তালিকা অনুমোদন পাইবে না।

৩০। (৩) গঠনতন্ত্রের ২৬(গ) ধারা মোতাবেক ২১ জন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইবেন।

৩১। (ক) জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ কাউন্সিল সভায় উপস্থিত থাকিলে কোরাম হইবে।

(খ) প্রত্যেক কাউন্সিলারকে প্রতি তিন বৎসরের জন্য ২০.০০ টাকা (বিশ টাকা) হারে চাঁদা দিতে হইবে।

(গ) জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিলারদের দেয় উক্ত চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে জেলা নির্বাহী সংসদ গঠনতন্ত্রের ৯ ও ১০ ধারায় উল্লেখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

জেলা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ

৩২। প্রত্যেক জেলা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ নিম্নলিখিত কর্মকর্তা ও সদস্যগণসহ মোট ৭১ সদস্যবিশিষ্ট হইবে।

(ক) সভাপতি
(খ) সহ-সভাপতি ৯ জন
(গ) সাধারণ সম্পাদক
(ঘ) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ৩ জন
(ঙ) সাংগঠনিক সম্পাদক ৩ জন
(পদের আদ্যাক্ষরের ক্রম অনুসারে)
(চ) আইন বিষয়ক সম্পাদক
(ছ) আইন-বিষয়ক সম্পাদক
(জ) তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
(ঝ) ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
(ঞ) দপ্তর সম্পাদক
(ট) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
(ঠ) প্রচার সম্পাদক
(ড) বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
(ঢ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
(ণ) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
(ত) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
(থ) যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
(দ) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক
(ধ) শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক
(ন) শ্রম সম্পাদক
(প) সাংস্কৃতিক সম্পাদক
(ফ) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
(ব) উপ-দপ্তর সম্পাদক
(ভ) উপ-প্রচার সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ - ১জন

(কর্মকর্তা ৩৭ জন) ও সদস্য ৩৪ জন = মোট ৭১ সদস্যবিশিষ্ট)।

৩২। (ক) জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সভায় এক-তৃতীয়াংশ ও জরুরি সভায় এক-চতুর্থাংশ সদস্য উপস্থিত থাকিল সভার কোরাম হইবে।

৩৩। জেলা সম্পর্কিত যে সমস্ত বিষয়ে এই গঠনতন্ত্রে কোনো উল্লেখ নাই, সে সমস্ত বিষয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে। জেলা আওয়ামী লীগের অধীনস্থ উপজেলা/থানা, পৌর, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, গ্রাম এবং মহানগর আওয়ামী লীগের অধীনস্থ থানা, ওয়ার্ড ও ইউনিট আওয়ামী লীগ কমিটি গঠনে ব্যর্থ হইলে জেলা/মহানগর আওয়ামী লীগ গঠনতন্ত্রের ৬(গ) ও ৭ ধারা অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

মহানগর আওয়ামী লীগের অন্তর্ভূক্ত কমিটিসমূহ

ইউনিট আওয়ামী লীগ

৩৪। মহানগর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের অধীনে একাধিক ইউনিট আওয়ামী লীগ থাকিবে। প্রতিটি ইউনিটে ন্যূনপক্ষে ১৫০ জন প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক প্রাথমিক সদস্য ঐ ইউনিটের কাউন্সিলার বালিয়া গণ্য হইবেন।

নিম্নলিখিত কর্মকর্তা ও সদস্য সমন্বয়ে ৩৭ সদস্যবিশিষ্ট ইউনিট আওয়ামী লীগ কমিটি গঠিত হইবে।

(ক) সভাপতি
(খ) সহ-সভাপতি ৩ জন
(গ) সাধারণ সম্পাদক
(ঘ) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ২জন
(ঙ) সাংগঠনিক সম্পাদক (পদের আদ্যাক্ষরের ক্রম অনুসারে০
(চ) ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
(ছ) দপ্তর সম্পাদক
(জ) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
(ঝ) প্রচার সম্পাদক
(ঞ) বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
(ট) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
(ঠ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
(ড) যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
(ঢ) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক
(ণ) শ্রম সম্পাদক
(ত) সাংস্কৃতিক সম্পাদক
(থ) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
(কর্মকর্তা ২০ জন ও সদস্য ১৭ জন = মোট ৩৭ সদস্যবিশিষ্ট)

মহানগর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ

৩৪। (ক) মহানগর ওয়ার্ডসমূহে একটি করিয়া ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে। মহানগর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের মর্যাদাসম্পন্ন হইবে।

(খ) মহানগরের যে সকল ওয়ার্ড একাধিকভাবে বিভক্ত হইয়া একাধিক থানায় অবস্থিত আছে, সে সকল ক্ষেত্রে ওয়ার্ডের জনসংখ্যার ভিত্তিতে বৃহত্তম অংশ যে থানায় অবস্থিত, ঐ ওয়ার্ডকে সেই থানার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(গ) মহানগর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কমিটি
(১) সভাপতি
(২) সহ-সভাপতি ৫ জন
(৩) সাধারণ সম্পাদক
(৪) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ২ জন
(৫) সাংগঠনিক সম্পাদক ২ জন (পদের আদ্যাক্ষরের ক্রম অনুসারে)
(৬) আইন বিষয়ক সম্পাদক
(৭) কৃষি বিষয়ক সম্পাদক

(৮) তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
(৯) ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
(১০) দপ্তর সম্পাদক
(১১) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
(১২) প্রচার সম্পাদক
(১৩) বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
(১৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
(১৫) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
(১৬) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
(১৭) যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
(১৮) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক
(১৯) শ্রম সম্পাদক
(২০) সাংস্কৃতিক সম্পাদক
(২১) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
(২২) সহ-দপ্তর সম্পাদক
(২৩) সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ -১ জন
(কর্মকর্তা ৩০ জন) ও সদস্য ৩৫ জন = মোট ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট

থানা আওয়ামী লীগ (মহানগরসহ সকল পুলিশ থানা) কাউন্সিল

(ঘ) মহানগর আওয়ামী লীগের অন্তর্গত প্রতিটি থানায় একটি করিয়া থানা আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে।

(ঙ) থানা আওয়ামী লীগ গঠনপ্রণালীতে ৩৭(ক) ও (খ) উপধারা অনুসরণে প্রতি ওয়ার্ড হইতে ২১ জন নির্বাচিত কাউন্সিলার ও কো-অপশনকৃত ১৫ জন কাউন্সিলার লইয়া থানা ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন হইবে এবং মহানগর থানা, জেলাধীন উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগের অনুরূপ কর্মকর্তা ও সদস্য থাকিবে।

থানা আওয়ামী লীগের (মহানগর ও পুলিশ থানা) কমিটি

(১) সভাপতি
(২) সহ-সভাপতি ৭ জন
(৩) সাধারণ সম্পাদক
(৪) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ৩ জন
(৫) সাংগঠনিক সম্পাদক ৩ জন (পদের আদ্যাক্ষরের ক্রম অনুসারে)
(৬) আইন বিষয়ক সম্পাদক
(৭) কৃষি বিষয়ক সম্পাদক
(৮) তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
(৯) ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
(১০) দপ্তর সম্পাদক
(১১) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
(১২) প্রচার সম্পাদক
(১৩) বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক

(১৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
(১৫) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
(১৬) মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক
(১৭) যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
(১৮) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক
(১৯) শ্রম সম্পাদক
(২০) সাংস্কৃতিক সম্পাদক
(২১) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
(২২) সহ-দপ্তর সম্পাদক
(২৩) সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ - ১ জন

(কর্মকর্তা ৩৪ জন) ও সদস্য ৩৩ জন = মোট ৬৭ সদস্যবিশিষ্ট

৩৫। মহানগর আওয়ামী লীগ কাউন্সিল

(ক) ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরের অন্তর্গত থানার মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতি ২০ হাজারে একজন করিয়া থানা আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে মহানগর কাউন্সিলার নির্বাচিত হইবে।

(খ) রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট মহানগর থানার প্রতি ওয়ার্ড হইতে ১০ জন করিয়া কাউন্সিলার থানা কাউন্সিল অধিবেশনে মহানগর কাউন্সিলার হিসাবে নির্বাচিত হইবে।

(গ) প্রতি মহানগর আওয়ামী লীগ ইহার প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে প্রতি থানা হইতে ৫ জন করিয়া কাউন্সিলার কো-অপশন করিবে।

(ঘ) উপরিউক্ত কাউন্সিলারদের প্রত্যেককে ত্রি-বার্ষিক ২০.০০ (বিশ) টাকা হারে চাঁদা প্রদান করি‌ে হইবে।

৩৬। মহানগর আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ

প্রতি মহানগর আওয়ামী লীগ ইহার কাউন্সিল অধিবেশনে নিম্নরূপ কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন করিবে।

(১) সভাপতি
(২) সহ-সভাপতি ৯ জন
(৩) সাধারণ সম্পাদক
(৪) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ৩ জন
(৫) সাংগঠনিক সম্পাদক ৩ জন
(৬) আইন বিষয়ক সম্পাদক
(৭) কৃষি বিষয়ক সম্পাদক
(৮) তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
(৯) ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
(১০) দপ্তর সম্পাদক
(১১) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
(১২) প্রচার সম্পাদক
(১৩) বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
(১৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
(১৫) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
(১৬) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
(১৭) যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক

(১৮) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক
(১৯) শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক
(২০) শ্রম সম্পাদক
(২১) সাংস্কৃতিক সম্পাদক
(২২) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
(২৩) সহ-দপ্তর সম্পাদক
(২৪) সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ - ১জন
(কর্মকর্তা ৩৭ জন) ও সদস্য ৩৪ জন = মোট ৭১ সদস্যবিশিষ্ট।

৩৬। (১) উল্লেখ্য, সকল মহানগরের অন্তর্গত ইউনিট আওয়ামী লীগের সভাপতিবৃন্দ ওয়ার্ড শাখার, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতিবৃন্দ থানা শাখার এবং শাখার সভাপতিবৃন্দ পদাধিকার বলে মহানগর কমিটির সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন।

৩৬। (২) মহানগরের বিভিন্ন স্তরের কমিটির সহিত সমন্বয় রাখিয়া সহযোগী সংগঠনের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবে এবং পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করিবে।

উপজেলা / থানা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল

৩৭। প্রতি উপজেলা/থানায় একটি করিয়া উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে। উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল নিম্নোক্তভাবে গঠিত হইবেঃ

(ক) প্রতি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ হইতে নির্বাচিত ২১ জন সদস্য।
(খ) উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল কর্তৃক ইহার ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী সভায় প্রথম অধিবেশনে কো-অপশনকৃত ১৫ জন সদস্য হইয়া উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল গঠিত হইবে।
(গ) উপরিউক্ত কাউন্সিলারের প্রত্যেককে ত্রি-বার্ষিক ১০.০০ টাকা (দশ) টাকা হারে চাঁদা প্রদান করি‍ে হইবে।

উপজেলা / থানা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ

৩৮। উপজেলা / থানা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল নিম্নলিখিত কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন করিবে এবং অন্যান্য ব্যাপারে উহার প্রতি জোর নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(১) সভাপতি
(২) সহ-সভাপতি ৭ জন
(৩) সাধারণ সম্পাদক
(৪) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ৩ জন
(৫) সাংগঠনিক সম্পাদক ৩ জন (পদের আদ্যাক্ষরের ক্রম অনুসারে)
(৬) আইন বিষয়ক সম্পাদক
(৭) কৃষি বিষয়ক সম্পাদক
(৮) তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
(৯) ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
(১০) দপ্তর সম্পাদক
(১১) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
(১২) প্রচার সম্পাদক
(১৩) বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক

(১৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
(১৫) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
(১৬) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
(১৭) যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
(১৮) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক
(১৯) শ্রম সম্পাদক
(২০) সাংস্কৃতিক সম্পাদক
(২১) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
(২২) সহ-দপ্তর সম্পাদক
(২৩) সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ - ১ জন
(কর্মকর্তা ৩৪ জন) ও সদস্য ৩৩ জন = ৬৭ সদস্যবিশিষ্ট

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ

৩৯। (ক) প্রত্যেক জেলা আওয়ামী লীগের অন্তর্গত থানাসমূহের প্রতিটি ইউনিয়নের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সমন্বয়ে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে।
(খ) ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ হইতে ১৫ জন করিয়া কাউন্সিলার এবং কো-অপশনকৃত ১৫ জন কাউন্সিলার সমন্বয়ে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কাউন্সিল গঠিত হইবে।
(গ) উপরিউক্ত কাউন্সিলারদের প্রত্যেককে ত্রি-বার্ষিক ১০.০০ টাকা (দশ) হারে চাঁদা প্রদান করিতে হইবে।
(ঘ) ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ৩০ জন কর্মকর্তা ও ৩৫ জন সদস্যসহ মোট ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট হইবে।

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কমিটি

(১) সভাপতি
(২) সহ-সভাপতি ৫ জন
(৩) সাধারণ সম্পাদক
(৪) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ২ জন
(৫) সাংগঠনিক সম্পাদক ২ জন (পদের আদ্যাক্ষরের ক্রম অনুসারে)
(৬) আইন বিষয়ক সম্পাদক
(৭) কৃষি বিষয়ক সম্পাদক
(৮) তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
(৯) ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
(১০) দপ্তর সম্পাদক
(১১) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
(১২) প্রচার সম্পাদক
(১৩) বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
(১৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
(১৫) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
(১৬) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
(১৭) যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
(১৮) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক

(১৯) শ্রম সম্পাদক
(২০) সাংস্কৃতিক সম্পাদক
(২১) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
(২২) সহ-দপ্তর সম্পাদক
(২৩) সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ - ১জন
(কর্মর্কা ৩০ জন) ও সদস্য ৩৫ জন = মোট ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট।

ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ (ইউনিয়ন পর্যায়ে)

৪০। প্রত্যেক ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করিয়া ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে। প্রত্যেক ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কমপক্ষে ১৫০ জন করিয়া প্রাথমিক সদস্য অবশ্যই সংগ্রহ করিতে হইবে। ওয়ার্ড আওয়ামী লীগই প্রাথমিক ইউনিট হিসাবে গণ্য হইবে। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাম আওয়ামী লীগ গঠন করিতে হইবে।

৪০। (ক) ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ ২৪ জন কর্মকর্তা ও ২৭ জন সদস্যসহ মোট ৫১ সদস্যবিশিষ্ট হইবে। ইহার গঠন-কাঠামো হইবে নিম্নরূপঃ

(১) সভাপতি
(২) সহ-সভাপতি ৫ জন
(৩) সাধারণ সম্পাদক
(৪) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ২জন
(৫) সাংগঠনিক সম্পাদক ২ জন (পদের আদ্যাক্ষরের ক্রম অনুসারে)
(৬) কৃষি বিষয়ক সম্পাদক
(৭) ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
(৮) দপ্তর সম্পাদক
(৯) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
(১০) প্রচার সম্পাদক
(১১) বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
(১২) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
(১৩) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
(১৪) যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
(১৫) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক
(১৬) শ্রম সম্পাদক
(১৭) সাংস্কৃতিক সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ - ১ জন
(কর্মকর্তা ২৪ জন) ও সদস্য ২৭ জন = মোট ৫১ সদস্যবিশিষ্ট।

পৌর আওয়ামী লীগ

৪১। প্রত্যেক পৌর এলাকায় নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে পৌর আওয়ামী লীগ কাউন্সিল গঠিত হইবে :

(ক) প্রত্যেক ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ হইতে নির্বাচিত ১৫ জন করিয়া কাউন্সিলার,

(খ) পৌর আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল সভার প্রথম অধিবেশনে কো-অপশনকৃত ১৫ জন কাউন্সিলার,

(গ) পৌর আওয়ামী লীগসমূহ ২৯(ঞ) ধারার বর্ণনা অনুযায়ী কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন করিবে এবং অন্যান্য ব্যাপারে ইউনিয়ন বা ক্ষেত্রমতে উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগের নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে। ইহার কমিটি গঠন-কাঠামো হইবে নিম্নরূপঃ

পৌর আওয়ামী লীগ কমিটি

(১) সভাপতি
(২) সহ-সভাপতি ৫ জন
(৩) সাধারণ সম্পাদক
(৪) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ২জন
(৫) সাংগঠনিক সম্পাদক ২ জন (পদের আদ্যাক্ষরের ক্রম অনুসারে)
(৬) আইন বিষয়ক সম্পাদক
(৭) কৃষি বিষয়ক সম্পাদক
(৮) তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
(৯) ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
(১০) দপ্তর সম্পাদক
(১১) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
(১২) প্রচার সম্পাদক
(১৩) বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
(১৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
(১৫) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
(১৬) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
(১৭) যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
(১৮) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক
(১৯) শ্রম সম্পাদক
(২০) সাংস্কৃতিক সম্পাদক
(২১) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
(২২) সহ-দপ্তর সম্পাদক
(২৩) সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ - ১ জন

(কর্মকর্তা ৩০ জন) ও সদস্য ৩৫ জন = মোট ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট।

(ঘ) উল্লেখ্য যে, জেলা সদর ও ‘ক’ শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে সহ-সভাপতি ৭ জন, যুগ্ম-সম্পাদক ৩ জন ও সাংগঠনিক সম্পাদক ৩ জনসহ ৩৪ জন কর্মকর্তা ও ৩১ জন সদস্যসহ মোট ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি হইবে।

(ঙ) পৌর আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটি ওয়ার্ড প্রাথমিক ইউনিট রূপে গণ্য হইবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১৫০ জন সদস্য সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রাথমিক সদস্যগণই ঐ ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বলিয়া গণ্য হইবে।

পৌর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কমিটি

(১) সভাপতি

(২) সহ-সভাপতি ৫ জন
(৩) সাধারণ সম্পাদক
(৪) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ২জন
(৫) সাংগঠনিক সম্পাদক ২ জন (পদের আদ্যাক্ষরের ক্রম অনুসারে)
(৬) আইন বিষয়ক সম্পাদক
(৭) কৃষি বিষয়ক সম্পাদক
(৮) তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
(৯) ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
(১০) দপ্তর সম্পাদক
(১১) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
(১২) প্রচার সম্পাদক
(১৩) বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
(১৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
(১৫) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
(১৬) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
(১৭) যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
(১৮) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক
(১৯) শ্রম সম্পাদক
(২০) সাংস্কৃতিক সম্পাদক
(২১) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
(২২) সহ-দপ্তর সম্পাদক
(২৩) সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ - ১ জন
(কর্মকর্তা ৩০ জন) ও সদস্য ২১ জন = মোট ৫১ সদস্যবিশিষ্ট।

গ্রাম/মহল্লা আওয়ামী লীগ

৪২। প্রত্যেক গ্রামে বা মহল্লায় একটি করিয়া গ্রাম বা মহল্লা আওয়ামী লীগ কমিটি গঠিত হইবে। নিম্নলিখিত কর্মকর্তা ও সদস্য সমন্বয়ে গ্রাম/মহল্লা আওয়ামী লীগ কমিটি গঠিত হইবে:

(১) সভাপতি
(২) সহ-সভাপতি ৩ জন
(৩) সাধারণ সম্পাদক
(৪) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ২জন
(৫) সাংগঠনিক সম্পাদক ২ জন (পদের আদ্যাক্ষরের ক্রম অনুসারে)
(৬) কৃষি বিষয়ক সম্পাদক
(৭) ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
(৮) দপ্তর সম্পাদক
(৯) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
(১০) প্রচার সম্পাদক
(১১) বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
(১২) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক

(১৩) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
(১৪) যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
(১৫) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক
(১৬) সাংস্কৃতিক সম্পাদক
(১৭) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
(কর্মকর্তা ২০ জন) ও সদস্য ১১ জন = মোট ৩১ সদস্যবিশিষ্ট।

৪৩। উপরিউক্ত গ্রাম/মহল্লা আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্যগণই যথাক্রমে প্রত্যেক শাখার কাউন্সিলার বলিয়া গণ্য হইবেন।

৪৪। প্রত্যেক ইউনিয়ন, পৌর বা ইউনিট আওয়ামী লীগের সকল কর্মকর্তা ও প্রত্যেক কার্যনির্বাহী সদস্যকে ত্রি-বার্ষিক ১০.০০ (দশ) টাকা হারে চাঁদা দিতে হইবে।

৪৫। জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা, পৌর, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা ও কার্যনির্বাহী সংসদের সভার ক্ষেত্রে যথাক্রমে গঠনতন্ত্রের ১৫ ও ২৩ ধারা প্রযোজ্য হইবে।

প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা

৪৬। (ক) কোনো সদস্য আওয়ামী লীগের আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিলে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল, কার্যনির্বাহী সংসদ, সংসদীয় বোর্ড বা সংসদীয় পার্টির বিরুদ্ধে কোনো কাজ করিলে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদ তাঁহার বিরুদ্ধে যে-কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(খ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় কমিটির নিকট সংগঠনের সাধারণ সম্পাদরে মাধ্যমে আপিল করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) আপিলের আবেদন সাদারণ সম্পাদক প্রাপ্তি রশিদ দিয়া গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় কমিটির নিকট পেশ করিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথায় জাতীয় কমিটির যে-কোনো সদস্য সভাপতির অনুমতি লইয়া বিষয়টি বিবেচনা ও সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উত্থাপন করিতে পারিবেন।

(ঘ) জাতীয় কমিটিকে সভা আহবানের ৭ দিনের মধ্যে উক্ত আপিলের দরখাস্ত সাধারণ সম্পাদকের নিকট পেশ করিতে হইবে। সাধারণ সম্পাদক এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়গুলি জাতীয় কমিটির কার্যসূচিভুক্ত করিতে বাধ্য থাকিবেন

(ঙ) শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইবার জন্য সুযোগদানের উদ্দেশ্যে যুক্তিসঙ্গত সময় দিয়া সাধারণ সম্পাদক পোস্টাল রেজিস্ট্রেশনযোগে নোটিশ দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(চ) সংগঠনের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে শাস্তি প্রদানের জন্য আওয়ামী লীগের নিম্নতম যে কোনো শাখা বা যে কোনো সদস্যের লিখিত অভিযোগপত্র পাওয়ার পর থানা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ নিজেদের সিদ্ধান্তসহ উক্ত অনুরোধপত্র জেলা কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট পাঠাইবেন। জেলা কার্যনির্বাহী সংসদ এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উক্ত বিষয় বিবেচনাপূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট প্রেরণ করিবে। ইহাছাড়া জেলা আওয়ামী লীগ স্বয়ং সংগঠনের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আবশ্যকতা বোধ করিলে জেলা কার্যনিবাহী সংসদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য কার্যনির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট প্রেরণ করিবে।

(ছ) প্রতিষ্ঠানের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কেবল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের থাকিবে। তবে এক্ষেত্রে ধারা ১৭(চ)-এর ব্যত্যয় ঘটিবে না।

(জ) প্রত্যেক শাখা আওয়ামী লীগকে তাহার ঊর্ধ্বতন শাখার নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাছাড়া, আবশ্যকবোধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের যে কোনো শাখাকে সরাসরি অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবেন।

(ঝ) কোনো শাখা আওয়ামী লীগের মধ্যে সংগঠন-সংক্রান্ত কোনো গোলযোগ বা বিরোধ দেখা দিলে ঊর্ধ্বতন শাখা উহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে। কিন্তু এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট আপিল করা চলিবে এবং সেই ক্ষেত্রে উহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঞ) সংগঠনের যে কোনো শাখার তাহার যে কোনো কর্মকর্তা বা সদস্যকে দলের স্বার্থ, আদর্শ, শৃঙ্খলা তথা গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের জন্য স্ব-স্ব পদ বা দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে। তবে এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন শাখার অনুমোদন প্রয়োজন হইবে এবং এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শাখার সাধারণ সভায় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। ঊর্ধ্বতন শাখা পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে তাহার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট শাখাকে জানাইবে, অন্যথায় সিদ্ধান্তের সহিত একমত বলিয়া গণ্য হইবে।

(ট) যে কোনো বহিষ্কারের বিষয়ে জেলা কমিটির সুপারিশের পর কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হইলে কেবল চূড়ান্তভাবে বহিস্কৃত হইবে এবং অপরাধ প্রমাণিত না হইলে তাহার শাস্তি মওকুফ হইবে। কার্যনির্বাহী সংসদ ৩ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, নতুবা শাস্তি মওকুফ বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঠ) জাতীয় নির্বাচনে কেহ দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হইলে দল হইতে সরাসরি বহিষ্কার হইবেন এবং যাহারা দলীয় প্রার্থীর বিরোধিতা করিবেন, তাহারা তদন্ত সাপেক্ষ মূল দল বা সহযোগী সংগঠন হইতে বহিস্কৃত হইবেন।

প্রাতিষ্ঠানিক নির্বাচনী ট্রাইবুনাল

৪৬। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ সংগঠনের নির্বাচনী গোলযোগ নিষ্পত্তির জন্য একজন আহবায়কসহ ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাইবুনাল গঠন করিতে পারিবে এবং এই ট্রাইবুনালের উপর এতদসংক্রান্ত যে কোনো ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারিবে। এই ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট আপিল করা চলিবে। কার্যনির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্তই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

আওয়ামী লীগ তহবিল

৪৭। (ক) প্রত্যেক কাউন্সিলারের ২০.০০ (বিশ) টাকা হারে চাঁদা,

(খ) কার্যনির্বাহী সংসদের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যের নির্দিষ্ট হারে মাসিক চাঁদা,

(গ) জাতীয় সংসদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলভুক্ত প্রত্যেক সদস্যের মাসিক ২০০.০০ (দুইশত টাকা) টাকা হারে চাঁদা,

(ঘ) প্রত্যেক জেলার মঞ্জুরী ফি বাবদ ১০০.০০ (একশত) টাকা,

(ঙ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচারপত্র, পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকাও অন্যান্য প্রকাশনার বিক্রয়লবদ্ধ অর্থ,

(চ) এককালীন দান/অনুদান,

(ছ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ,

(জ) সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ,

(ঝ) সাহায্য ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ,

(ঞ) প্রাথমিক সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হওয়ার ও নবায়নের জন্য দেয় ত্রি-বার্ষিক চাঁদার অংশ।

জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ তহবিল

৪৭। (১) (ক) জেলা বা মহানগর আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সদস্যের প্রত্যেকের ত্রি-বার্ষিক ২০.০০ (বিশ) টাকা হারে চাঁদা,

(খ) জেলার প্রত্যেক থানা, পৌর এবং মহানগর আওয়ামী লীগের অধীনস্থ ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের মঞ্জুরী ফি বাবদ ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা,

(গ) সকল কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহী সংসদ সদস্যের নির্দিষ্ট মাসিক চাঁদা,

(ঘ) জাতীয় সংসদে স্থানীয় আওয়ামী লীগ দলভুক্ত সদস্যের মাসিক ১০০.০০ (একশত) টাকা হারে চাঁদা,

(ঙ) এককালীন দান/অনুদান,

(চ) প্রাথমিক সদস্য হওয়ার ও নবায়নের জন্য দেয় ত্রি-বার্ষিক চাঁদার অংশ।

উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ তহবিল

৪৭। (২) (ক) প্রত্যেক কাউন্সিলারের ত্রি-বার্ষিক ১০.০০ টাকা (দশ টাকা) হারে চাঁদা,

(খ) প্রত্যেক ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের মঞ্জুরী ফি বাবদ ২০.০০ (বিশ) টাকা,

(গ) জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ দলভুক্ত স্থানীয় সংসদ সদস্যের ১০০.০০ (একশত) টাকা হারে মাসিক চাঁদা,

(ঘ) উপজেলা/থানা কমিটির কর্মকর্তা সদস্যদের মাসিক চাঁদা,

(ঙ) এককালীন দান/অনুদান,

(চ) প্রাথমিক সদস্য হওয়ার ও নবায়নের জন্য ত্রি-বার্ষিক চাঁদার অংশ।

ইউনিয়ন, পৌর, ওয়ার্ড ও মহানগর অন্তর্ভূক্ত ইউনিট আওয়ামী লীগ তহবিল

৪৭। (৩) (ক) কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহী সংসদ সদস্যদের নির্দিষ্ট হারে মাসিক চাঁদা,

(খ) কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহী সংসদ সদস্যদের প্রত্যেকের ত্রি-বার্ষিক ১০.০০ (দশ) টাকা হারে চাঁদা,

(গ) ত্রি-বার্ষিক চাঁদা,

(ঘ) এককালীন দান/অনুদান,

(ঙ) প্রাথমিক সদস্য হওয়ার ও নবায়নের জন্য দেয় ত্রি-বার্ষিক চাঁদার অংশ।

আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের তহবিল

৪৭। (৪) (ক) ২৮(ঙ) উপধারা অনুযায়ী সংসদীয় পার্টির প্রত্যেক সদস্যের মাসিক ২০০.০০ (দুইশত) টাকা হারে চাঁদা,

(খ) এককালীন দান/অনুদান,

৪৮। আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্যশ্রেণীভুক্ত হওয়ার জন্য দেয় ত্রি-বার্ষিক ৫.০০ (পাঁচ) টাকা চাঁদা নিম্নোক্ত হারে বিভিন্ন শাখার মধ্যে ভাগ করা হইবে:

(ক) প্রাথমিক ইউনিট ২.০০ (দুই) টাকা,

(খ) উপজেলা/থানা ১.০০ (এক) টাকা,

(গ) জেলা ১.০০ (এক) টাকা,

(ঘ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১.০০ (এক) টাকা,

(ঙ) মহানগরের অন্তর্গত ইউনিট আওয়ামী লীগ ১.০০ টাকা, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ ১.০০, থানা আওয়ামী লীগ ১.০০ টাকা, মহানগর আওয়ামী লীগ ১.০০ টাকা এবং অবশিষ্ট ১.০০ টাকা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পাইবে।

আওয়ামী লীগ তহবিল পরিচালনা

৪৯। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয়, জেলা, মহানগর, ওয়ার্ড, উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন বা পৌর ইউনিট যে সকল চাঁদা বা দান গ্রহণ করিবে, তাহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রাখিতে হইবে। আদায়কৃত অর্থ বাংলাদেশের যে কোনো তফসিলিভুক্ত ব্যাংকে জমা রাখা হইবে। ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ নিজ নিজ শাখার সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে উঠানো যাইবে। ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলের সময় সকল শাখার সাধারণ সম্পাদকগণ তাহাদের নিজ নিজ শাখার আয়-ব্যয়ের হিসাব আগে অডিট করাইয়া সম্মেলনে পেশ করিবেন।

নির্বাচন পরিচালনা কমিশন

৫০। (ক) একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্য সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন সংগঠনের প্রত্যেকটি স্তরে কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত হইবে। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদ্বয় সংশ্লিষ্ট স্তরে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

(খ) সংগঠনের সকল জেলা, মহানগর, উপজেলা/থানা শাখা স্ব-স্ব ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনেই ৫০(ক) ধারা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন অবশ্যই গঠন করিবে।

(গ) নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করিবে। সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং উহা বাস্তবায়ন করিবে।

(ঘ) নির্বাচন কমিশন যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলার তালিকা সংরক্ষণ করিবে ও যথাসময়ে নিয়মানুযায়ী প্রকাশ করিবে।

(ঙ) ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী কাউন্সিল অধিবেশনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন যুক্তিসঙ্গতভাবে সংশ্লিষ্ট শাখার নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবেন।

(চ) নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষিণা করিবেন এবং সকল কর্মকর্তা পদে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করিবেন। সর্বশেষ নির্বাচিত কর্মকর্তাদের তালিকা কাউন্সিলারদের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

(ছ) কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্যের পদ শূন্য হইলে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী সংসদ অবিলম্বে সেই শূন্য পদ পূরণ করিবে।

বিবিধ বিধান

৫১। জেলা, মহানগর, ওয়ার্ড, উপজেলা/থানা, পৌর ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ বৎসরে অন্তত একবার বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করিবে। ইহাছাড়া এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত রিকুইজিশনপত্র সাধারণ সম্পাদকের নিকট পেশ করার ৩০ দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক অধিবেশন আহবান করিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথায় ১২(খ) ধারা অনুসারে রিকুইজিশনকারী সদস্যগণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

বর্ধিত সভা

৫২। জেলা, মহানগর, ওয়ার্ড, উপজেলা/থানা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ বৎসরে অন্তত তিনবার অর্থাৎ ৪ মাস অন্তর স্ব-স্ব শাখায় বর্ধিত সভা আহবান করিবে। বর্ধিত সভায় নিম্নস্থ শাখাসমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদ্বয় এবং সংশ্লিষ্ট স্তরের সহযোগী সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ অবশ্যই আমন্ত্রিত হইবেন। বর্ধিত সভার লিখিত রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন শাখা বা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতার নিকট পেশ করিতে হইবে।

৫৩। জেলা মহানগরী, থানা, পৌর, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন এবং গ্রাম আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সভা অন্তত পক্ষে মাসে একবার আহবান করিতে হইবে। ইহাছাড়া এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত রিকুইজিশনপত্র প্রাপ্তির ১০

দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী সংসদের সভা আহবান কারিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথায় রিকুইজিশনকারী সদস্যগণ ৫৪ ধারায় বর্ণিত কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

৫৪। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সভা আহবানের জন্য ২১ জন সদস্যের রিকুইজিশনপত্র প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও রিকুইজিশনপত্রের এক কপি প্রতিষ্ঠানের সভাপতির নিকট প্রদান করিতে হইবে। রিকুইজিশনপত্র প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক বা সভাপতি সভা আহবান না করিলে রিকুইজিশনকারী সদস্যগণ নিজেরাই ৭ দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া সভা আহবান করিতে পারিবেন।

৫৫। আওয়ামী লীগের কোনো সদস্য অন্য কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইতে পারিবেন না, কিংবা অন্য কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের অনুমতি ছড়ি কোনরূপ রাজনৈতিক সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না।

৫৬। (ক) অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো ভূতপূর্ব বা বর্তমান সদস্য আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইতে চাহিলে তিনি তাহার নিজ জেলার জেলা আওয়ামী লীগের অনুমতি চাহিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের নিকট পত্র দিবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সম্মতি ছাড়া উপরিউক্ত কোনো ব্যক্তিকে আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্যভুক্ত করা হইবে না।

(খ) তবে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্ত উপরিউক্ত ব্যক্তির মনঃপূর্ত না হইলে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করিতে পারিবেন এবং এই ব্যাপারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ ইচ্ছা করিলে সরাসরি যে কোনো ব্যক্তিকে প্রাথমিক সদস্যভুক্ত হইবার অনুমতি দিতে পারিবে।

(গ) প্রত্যেক অবস্থাতেই নবাগত সদস্যগণ এক বৎসরে মধ্যে আওয়ামী লীগের কোনো কর্মকর্তার পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তবে প্রয়োজনবোধে সংগঠনের স্বার্থে সভাপতি এই ধারার ব্যতিক্রম করিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৫৭। (ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে-কোনো কর্মকর্তা বা কার্যনির্বাহী সংসদ সদস্য এবং আওয়ামী সংসদীয় দলের যে-কোনো সদস্য আওয়ামী লীগের নিম্নতর যে-কোনো শাখার যে-কোনো সভার অধিবেশনে যোগদান করিয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে ও পরামর্শ দিতে পারিবেন, কিন্তু ভোট দিতে পারিবেন না।

(খ) প্রত্যেক জেলা, মহানগর, উপজেলা/থানা, পৌর আওয়ামী লীগের যে-কোনো কর্মকর্তা অথবা কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য নিম্নতম যে-কোনো সভা বা অধিবেশনে যোগদান করিয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে ও পরামর্শ দিতে পারিবেন, কিন্তু ভোট দিতে পারিবেন না।

৫৮। এই গঠনতন্ত্রে যেসব বিষয়ে উল্লেখ নাই, সেই সকল বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ বা জাতীয় কমিটির থাকিবে।

৫৯। (ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী, বার্ষিক বা বিশেষ অধিবেশনের অনুমোদন সাপেক্ষ কার্যনির্বাহী সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে এই গঠনতন্ত্রের ৫৯(ক) ধারার বিধান ব্যতিরেকে অন্যান্য বিধান বা যে-কোনো বিধান বা তাহার অংশ-বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করা চলিবে। ইহা আপৎকালীণ অবস্থা হিসেবে গণ্য হইবে এবং পরবর্তী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক অবশ্যই অনুমোদিত হইতে হইবে।

(খ) গঠনতন্ত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যেই যদি কাউন্সিল সভা আহ্বান করা হয়, তবে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের ভোটেই উহা করা যাইবে।

(গ) কাউন্সিলের ত্রি-বার্ষিক, বার্ষিক বা বিশেষ অধিবেশনকে উপরিউক্ত (খ) উপ-ধারায় উল্লিখিত কাউন্সিল হিসাবে গণ্য করিতে হইলে কাউন্সিল অধিবেশন আহবানের নোটিশে উক্ত বিষয়টি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৬০। (ক) কোনো স্তরেই আহবায়ক বা এড হক কমিটির মেয়াদ কোনোভাবেই ৬ মাসের বেশি হইবে না।

(খ) জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ প্রয়োজনবোধে ঊর্ধ্বতন কমিটির সম্মতিক্রমে আঞ্চলিক আওয়ামী লীগ গঠন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজন বিবেচনায় থানা বা ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড কমিটির ন্যায় কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন করিতে পারিবে।

(গ) দলীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যগণ তাঁহাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দলের মতামত ও পরামর্শ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করিবেন।

(ঘ) দলীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যগণ প্রতি ৩ মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট জেলা ও থানা আওয়ামী লীগের সাথে মত বিনিময় করিবেন।

(ঙ) জেলা ও উপজেলা/থানা পর্যায়ে সহযোগী সংগঠন স্ব-স্ব আওয়ামী লীগ কমিটির সহিত সমন্বয় রাখিয়া কাজ করিবে এবং পরস্পরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করিবে।

৬১। আওয়ামী লীগের কোনো সদস্য সংগঠনের একাধিক স্তরে কর্মকর্তা থাকিতে পারিবেন না। যদি তিনি একাধিক স্তরে নির্বাচন করিতে চান, তাঁহারে পূর্বের কর্মকর্তা পদ হইতে পদত্যাগ করিয়া পরবর্তী স্তরের কর্মকর্তা পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে, অন্যথায় নহে।

৬২। (ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ সহযোগী সংগঠনসমূহের কার্যাবলী মূল রাজনৈতিক ধারার সহিত সমন্বয় রাখিয়া পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনবোধে উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং সেই মোতাবেক সহযোগী সংগঠনসমূহের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও তাহাদের সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(খ) সহযোগী সংগঠনসমূহের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ কর্তৃক কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের এক বা একাধিক কর্মকর্তা/সদস্য সমন্বয়ে গঠিত ভিন্ন ভিন্ন স্টিয়ারিং কমিটি সভাপতির পরামর্শ ও নির্দেশক্রমে কাজ করিবে।

প্রবাসী সংগঠন

৬৩। প্রবাসী শাখার গঠন-কাঠামো ও কার্যক্রম হইবে নিম্নরূপঃ

(ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নীতি, আদর্শ, লক্ষ তথা গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিভিন্ন দেশে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাসরত বাঙালি জনগোষ্ঠী প্রবাসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শাখা গঠন করিতে পারিবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ সকল প্রবাসী শাখাকে অনুমোদন প্রদান করিবে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্র কাঠামোর আওতায় জেলা আওয়ামী রীগের মর্যাদসম্পন্ন একটি করিয়া প্রবাসী আওয়ামী লীগ শাখা গঠন করা যাইবে। প্রবাসী শাখা প্রয়োজনে থানা, ইউনিয়ন ও ইউনিট আওয়ামী লীগের ন্যায় অধস্তন শাখা গঠন করিতে পারিবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট প্রবাসী শাখাসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও ইউনিট আওয়ামী লীগের ন্যায় কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন করিবে। তবে সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রশাসনিক স্তর বিন্যাসের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করিতে পারিবে। প্রবাসী শাখাসমূহে ১. সম্পাদক, প্রবাসী কল্যাণ, ২. সম্পাদক, জনসংযোগ, ৩. সম্পাদক, ইমিগ্রেশন এবং ৪. সম্পাদক, মানবাধিকার বিষয়ক- মোট এই ৪টি নতুন পদ সকল স্তরে সংযোজিত হইবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার নিয়মাবলীর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও ইউনিট আওয়ামী লীগের নিয়মাবলী অনুসরণ করিবে।

(ঘ) সকল স্তরের কার্যনির্বাহী সংসদে অধস্তন সকল শাখা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ পদাধিকার বলে সদস্য হইবেন এবং কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় উপস্থিত থাকিতে, মতামত প্রকাশ করিতে, প্রয়োজনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

অস্থায়ী বিধান

২০০২ সালের ২৬ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থিত কাউন্সিলারগণ কর্তৃক সংশোধিত এই গঠনতন্ত্র ২৭ ডিসেম্বর ২০০২ হইতে কার্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন স্তরের যেসকল শাখার ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং নতুন কার্যনির্বাহী সংসদ নির্বাচিত হইয়াছে, সেই সকল শাখা পরবর্তী ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল পর্যন্ত পূর্বতন কাঠামো বজায় রাখিতে পারিবে অথবা সংশ্লিষ্ট শাখার বর্ধিত সভা ডাকিয়া গঠনতন্ত্রের সংশোধিত ধারা অনুসরণে কমিটি পুনর্গঠন করিতে পারিবে। এই ক্ষেত্রে পুনর্গঠিত কমিটির তালিকা অবিলম্বে ঊর্ধ্বতন শাখার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট (ক)

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

<u>সদস্যপদের জন্য আবেদন</u>

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

জনাব
আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের ২ দারায় বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্বাসপূর্বক নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করিয়া ৫(১) ধারার বিধান অনুযায়ী প্রাথমিক সদস্যপদের জন্য/সদস্যপদ নবায়ন/পুনরুজ্জীবনের জন্য আবেদন জানাইতেছি। আমি সকল সময়ে দলের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী এবং ঘোষণপত্র, কর্মসূচি ও সকল সিদ্ধান্ত মানিয়া চলার অঙ্গীকার করিতেছি।

নিম্নে আমার ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান করা হইল ঃ

নাম ....

মাতার নাম ....

পিতা/স্বামীর নাম ....

পেশা ....

বয়স ....

(ক) বর্তমান ঠিকানা ঃ

গ্রাম/মহল্লা ....

ওয়ার্ড ....

ইউনিয়ন ....

উপজেলা/থানা ....

জেলা ....

(খ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল্লা

ওয়ার্ড................................ ইউনিয়ন ....

উপজেলা/থানা ....

জেলা ....

ফোন নং .... বাসা ....

অফিস ....

রাজনৈতিক অবস্থান ....

আপনার বিশ্বস্ত

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

....

প্রস্তাবকারীর নাম ও সাংগঠনিক পরিচয়ঃ

প্রস্তাবকারীর ঠিকানা ঃ ....

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর ঃ ....

তারিখ ....

সদস্যপদের স্বীকৃতি/অস্বীকৃতিঃ

নাম .... পদবি ....

স্বাক্ষর ....

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সদস্যপদ নবায়ন/প্রাথমিক সদস্যপদের জন্য আবেদন

ক্রমিক নং ....

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

জনাব
আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের ২ ধারায় বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্বাস করিয়া নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করিয়া ৫(১) ধারার বিধান অনুযায়ী প্রাথমিক সদস্যপদের জন্য/সদস্যপদ নবায়নের জন্য আবেদন জানাইতেছি। আপনার বিশ্বস্ত।

স্বাক্ষর	....
নাম	....
পিতা/স্বামী	....
মাতা	....
ঠিকানা	....

পরিশিষ্ট (খ)
(দ্বিতীয় অংশ)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সদস্য

ক্রমিক নং ....

নাম	....
পিতা/স্বামী	....
মাতা	....
সাং	....
ডাকঘর	....
উপজেলা	....
জেলা	....

আপনার/আপনাকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সদস্যপদ নবায়ন/প্রাথমিক সদস্যপদ প্রদান করা হইল।

সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	সাধারণ সম্পাদক জেলা/নগর আওয়ামী লীগ	সাধারণ সম্পাদক ইউনি/ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ